প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের শক্তি

সরকারি প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা, অধিকার নিশ্চিতকরণ ও জনগনের অংশগ্রহণ শক্তিশালীকরণে পার্টনারদের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে ক্রিশ্চিয়ান এইড এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের সেবার জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করা উচিত।

সূচনা

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার কাঠামোতে ৪টি মূল প্রশাসনিক স্তর রয়েছে। প্রথমত, সাতটি প্রশাসনিক বিভাগ রয়েছে আবার যেগুলো ৬৪ টি জেলায় বিভক্ত, এগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের আঞ্চলিক শাখা। এই জেলাগুলো আবার ৫০০ উপজেলায় বিভক্ত এবং উপজেলাগুলো আবার ৪ হাজার ৪৮৬টি ইউনিয়নে ভাগ করা হয়েছের। স্থানীয় প্রশাসন এবং রাজনৈতিকভাবে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা মানব সম্পদ ও আর্থিক উভয়দিক দিয়েই দুর্বল এবং পৃষ্ঠপোষকতার সংস্কৃতি ও কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত। যদিও বাংলাদেশের সংবিধান জনগণকেই সকল ক্ষমতার উৎস হিসেবে ঘোষনা করেছে তথাপিও এই ধরনের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা কাঠামোর অর্থ হল সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত।

স্থানীয় ক্ষমতাবানরা বিভিন্ন প্রশাসনিক ও সামাজিক সেবার কার্যক্রমগুলো নিয়ন্ত্রণ করার কারণে গ্রামীণ জনপদে নাগরিকের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ আরো সংকুচিত হয়েছে। ধর্ম, বর্ণ, জাত-ভেদে বৈষম্য এবং নারী, দলিত ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করার ফলে সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে প্রতিদিনই সংগ্রাম করতে হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে দরিদ্র জনগাষ্ঠী সরকারি বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাদের জন্য বরাদ্দ সেবা সম্পর্কে জানে না। বাংলাদেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মধ্যে নারীরা হলো সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। সামাজিক এবং ধর্মীয় কাঠামো নারীদের সব ধরনের ক্ষমতা কাঠামো যেমন রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে।

সুশাসন বিষয়ে বাংলাদেশে আমাদের কার্যক্রম

ক্রিশ্চিয়ান এইড বাংলাদেশের লক্ষ্য হলো প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা এবং ন্যায়সংগত ও সমতার ভিত্তিতে সম্পদে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পরিবর্তন আনয়ন। আমরা কমিউনিটির জন্য প্ল্যাটফরম প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যাতে তারা তাদের অধিকার আদায়ে দাবি তুলতে পারে ও জবাবদিহিতা চাইতে পারে। বাংলাদেশে ক্রিশ্চিয়ান এইড এর অন্যতম একটি মূল উদ্দেশ্য হলো কমিউনিটিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান (সিবিও), নাগরিক সংগঠন, প্রাইভেট সেক্টর এবং রাষ্টযন্ত্রকে উৎসাহিত করা যাতে তারা দারিদ্র্যবান্ধব নীতিমালা এবং প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে যা দারিদ্র্য মোকাবেলায় বৃহৎ আকারে অভিনব পন্থায় সমাধান দিতে পারে।

ক্রিশ্চিয়ান এইড এর বৈশ্বিক কৌশলগত উদ্দেশ্য 'প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের ক্ষমতার' মূলে রয়েছে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নাগরিকের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এ ছাড়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখার জন্য জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিকদের ক্ষমতায়ন এবং একটি দরিদ্র বান্ধব ও ব্যাপকভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, পরিচালনা ও মূল্যায়ন। শাসন ব্যবস্থার আরো উন্নয়নে অন্যান্য সিবিও ও এনজিওদের সাথে জাতীয় পর্যায়ে আমরা এডভোকেসি পরিচালনা করব।

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে জবাবদিহিমূলক করা বিষয়ে ক্রিশ্চিয়ান এইড এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমরা বিকেন্দ্রীভূত জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করি যেখানে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের সেবার জন্য জনগোষ্ঠীর কাছে দায়বদ্ধ এবং আমরা এক্ষেত্রে এ সকল প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও

christian aid

Christian Aid/Genevieve Lomax

জেন্ডার এবং নারী, দলিত ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পরিচয়ভিত্তিক বৈষম্য মোকাবেলা আমাদের সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দু। সুশাসন নিয়ে আমাদের কাজের লক্ষ্য হলো সরকারের অসাম্য সংক্রান্ত পলিসি ও তা ব্যবহার বিষয়ে সরকারকে প্রভাবিত করার জন্য নাগরিক সমাজের প্রভাবকে বৃদ্ধি করা।

সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করব। দেশের জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সম্পর্ক ক্রিশ্চিয়ান এইডকে আরো পরিচিত করেছে।

আমরা প্রান্তিক, বঞ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে স্বতন্ত্র জীবনযাপনকারী নারী, নারী প্রধান পরিবারগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করব যাতে তারা প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদে তাদের অভিগম্যতা, ন্যায়বিচার ও সরকারি সেবা পাওয়ার জন্য দাবি জানাতে পারে এবং তাদের অধিকার ও প্রাপ্য সুবিধা আদায় করতে পারে। আমাদের কর্মসূচি দ্বারা ভূমিহীনদের আন্দোলন আরো শক্তিশালী হবে যাতে করে তারা সম্পদে দাবি এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার আদায় করতে পারে।

আন্দোলনে সহায়তা করার মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান আরো সুদৃঢ় হবে। অংশগ্রহণের মাধ্যমে জেন্ডারভিত্তিক অধিকার, মানবাধিকার, দায়িত্বশীল শাসন, জীবিকার নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সেবা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, দক্ষতা বৃদ্ধি, নেটওর্য়াকিং, জনগণের কাছে প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে পলিসি এডভোকেসি ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রিশ্চিয়ান এইড দরিদ্র, প্রান্তিক ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নারী ও পুরুষের ক্ষমতায়নে সহায়তা করছে।

ক্রিশ্চিয়ান এইড বিশ্বাস করে যে প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনতে একটি সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রয়োজন। আমরা বাংলাদেশে প্রাইভেট সেক্টরের সাথে আরো নতুন ও বৃহত্তর পার্টনারশিপ করতে উৎসাহী এবং এই সেক্টরের সাথে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে যৌথভাবে কাজ করতে আগ্রহী। এ ক্ষেত্রে আমরা ব্যবসায়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার নীতি অনুসরণ করতে চাই যা দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিশ্চিত স্থায়িত্বশীল জীবিকায়নে সহায়তা করবে।

আমাদের পার্টনার

ক্রিশ্চিয়ান এইড এর পার্টনারশিপ মডেল হলো স্থানীয় সংস্থার সাথে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। আমাদের লক্ষ্য হলো পারস্পরিক শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে একটি চমৎকার নেটওয়ার্ক তৈরি। আমাদের পার্টনার ***নিজেরা করি*** এর মাধ্যমে আমরা কুমিল্লা, কুষ্টিয়া, নাটোর এবং টাঙ্গাইল জেলায় প্রায় ২৫ হাজার মানুষের সাথে কাজ করছি। এছাড়া ***নাগরিক উদ্যোগ*** এর প্রকল্পের মাধ্যমে টাঙ্গাইল, বরিশাল, রংপুর, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলায় ৫১ হাজারেরও বেশি মানুষের সাথে কাজ করছি। পাশাপাশি নাগরিক উদ্যোগ এর সাথে রিজিওনাল ই-আই-ডি-এইচ-আর (ইউরোপিয়ান ইনস্ট্রুমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি এন্ড হিউম্যান রাইটস) প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে দলিতদের মানবাধিকার ইস্যুতে কাজ করছি। বরিশাল সদরে ***ওয়েভ ফাউন্ডেশনের*** সাথেও আমাদের পার্টনারশিপ রয়েছে।

আমাদের সাথে যোগাযোগ:

ক্রিশ্চিয়ান এইড
এফ-৩, বাড়ি নং: ১/এ (৪র্থ তলা),
রোড নং: ৩৫,
গুলশান-২
ঢাকা-১২১২।

ইমেইল: bangladesh-info@christian-aid.org
ওয়েবসাইট: christianaid.org.uk/bangladesh

সূত্র

[i] বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস ২০১১

যুক্তরাজ্যে চ্যারিটি নম্বর ১১০৫৮৫১, কোম্পানি নম্বর ৫১৭১৫২৫, স্ক ট চ্যারিটি নম্বর এসসি০৩৯১৫০, এনআই চ্যারিটি নম্বও এক্সআর ৯৪৬৩৯ কোম্পানি নম্বর এনআই০৫৯১৫৪, আরওআই চ্যারিটি নম্বর সিএইচওয়াই ৬৯৯৮ কোম্পানি নম্বও ৪২৬৯২৮

বাংলাদেশ এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো রেজি: নম্বর ১৫৭৯, ২৫/০৫/২০০০
ক্রিশ্চিয়ান এইড নাম ও লোগো এবং পোভার্টি ওভার ক্রিশ্চিয়ান এইড এর ট্রেডমার্ককৃত